অস্ট্রেলিয়ায় স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ডে স্বীকৃতি পেলেন মেহেরপুরের মাসুম বিল্লাহ

অস্ট্রেলিয়ার নর্দান টেরিটরিতে স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে “নর্দান টেরিটরি ভলান্টিয়ার অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ডস-২০২৬”-এ “চিফ মিনিস্টার’স ভলান্টিয়ার অব দ্য ইয়ার – সেন্ট্রাল অস্ট্রেলিয়া” ক্যাটাগরিতে মনোনীত হয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজকর্মী মাসুম বিল্লাহ।

ভলান্টিয়ারিং এনটি এবং নর্দান টেরিটরি সরকারের উদ্যোগে এই সম্মানজনক মনোনয়নের ঘোষণা দেওয়া হয়। সামাজিক ও মানবিক কাজে দীর্ঘদিনের সম্পৃক্ততা, নেতৃত্ব এবং কমিউনিটির উন্নয়নে নিরলস ভূমিকার জন্য তাকে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

মাসুম বিল্লাহ সাংবাদিকতা, ব্যবসা, টকশো উপস্থাপনাসহ বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন উদ্যোগে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। এছাড়াও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, কমিউনিটি উন্নয়ন এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে তার অবদান বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

এর আগেও তিনি অস্ট্রেলিয়ার ইমিগ্রেশন মন্ত্রী টনি বার্ক এমপির কাছ থেকে “কোভিড হিরো অ্যাওয়ার্ড” অর্জন করেন। করোনাকালে কমিউনিটির মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য তিনি এই সম্মাননা লাভ করেন।

মনোনয়ন প্রসঙ্গে মাসুম বিল্লাহ বলেন, “এই স্বীকৃতি আমার জন্য অত্যন্ত গর্ব ও সম্মানের। আমি কৃতজ্ঞ ভলান্টিয়ারিং এনটি, নর্দান টেরিটরি সরকার এবং সকল মানুষের প্রতি, যারা আমাকে সবসময় অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা করেছেন। এই অর্জন শুধু আমার একার নয়, এটি পুরো কমিউনিটির।”

তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতেও আরও বেশি নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে সামাজিক, মানবিক ও কমিউনিটি উন্নয়নের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে

চান।

মাসুম বিল্লাহর এই অর্জনে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক অশালীন কর্মকাণ্ড ও মাদক সেবনের আখড়া!

ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়ায় অবস্থিত ঐতিহাসিক নীলকুঠি। ১৮৫৯ সালে নির্মিত হয় ব্রিটিশদের হাত ধরে। কাজলা নদীর তীরে অবস্থিত ব্রিটিশদের নির্যাতনের সাক্ষী এই ভাটপাড়া নীলকুঠি।

প্রায় ২৭ একর জমির ওপর ২০১৭ সালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডিসি ইকোপার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরুতে এই পার্কটি বিনোদনের জন্য নির্মিত হলেও ধীরে ধীরে এখন এই পার্ক অপরাধকারীদের কাছে অপকর্মের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্কে নেই বিনোদনমূলক কোনো কিছুই। তবে এখন চলছে অসামাজিক এবং অশ্লীল কার্যকলাপ। পার্কের দায়িত্বে থাকা কয়েকজনের হাত ধরেই এই অশ্লীলতা এবং অসামাজিক কার্যকলাপ শুরু হয়েছে বলে অনুসন্ধানে জানা যায়।

সরেজমিনে জানা যায়, পার্কের মধ্যে দিনের বেলায় চলছে দেহব্যবসা এবং রাতের বেলায় চলছে মাদকসেবন। পার্কের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা এমন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় পার্কের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে এখন কোনো পর্যটকের পদচারণা নেই। দিন দিন অপরাধকারীদের আস্তানায় পরিণত হচ্ছে পার্কটি।

পার্কে প্রবেশের পর দেখা যায়, ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ককে জঙ্গলে ঘিরে রাখা হয়েছে। পার্কের মধ্যে বেশ কয়েকটি পয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে অশ্লীল ও অসামাজিক কাজের সুযোগ। স্থানভেদে সেখান থেকে নেওয়া

হচ্ছে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত। পার্কের মধ্যে দেহব্যবসা হচ্ছে ফুলবাগানের মধ্যে থাকা ভূতের ঘরে, ‘আইসল্যান্ড’ নামক আরেকটি ঘর এবং মেইন সড়কের সাথে বাউন্ডারির পাশে ঘেঁষে থাকা জঙ্গলের মধ্যে ৮ থেকে ১০টি বেঞ্চ পাতানো হয়েছে সেখানে। যেখানে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ এবং স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ অসামাজিক অশ্লীল কার্যক্রমের সুযোগ করে দিচ্ছে পার্কের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা। বিনিময়ে নিচ্ছে টাকা। ইকোপার্কে সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয় মাদকের রমরমা কারবার। ফুলবাগানের মধ্যে রাতভর চলে মাদকসেবনের আখড়া।

অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, পার্কের আইসল্যান্ডের দায়িত্বে থাকা জামাল হোসেন এবং ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমন হোসেন টাকার বিনিময়ে এ-সমস্ত অপকর্মের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে পার্কের মধ্যে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে আইসল্যান্ডের দায়িত্বে থাকা জামাল হোসেন বলেন, গাংনী ইকোপার্কের সাথে ডিসি ও ইউএনওর মানসম্মান জড়িত, তাই এ ব্যাপারে সবাই মাথা ঘামায় না। পার্কের মধ্যে অনেক কিছুই হচ্ছে কিন্তু কোনো কিছু লেখার কিংবা করার আগে আমাদের সাথে দেখা করেন।

ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমন হোসেনের সাথে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

ইকোপার্কের গেটের দায়িত্বে থাকা আসমাউল হুসনা বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই পার্কের পরিবেশ ঠিক হোক। এ সমস্ত অশ্লীল অসামাজিক কাজ ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমনের হাত ধরেই পার্কে শুরু হয়। সুমনের দেখাদেখি জামাল বিষয়টি শিখেছে। দীর্ঘদিন ধরে এই পার্কে কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। আমরা চাই পার্কে সংস্কার কাজ হোক এবং বিনোদনের পরিবেশ ফিরে আসুক, তখন এগুলো ঠিক হয়ে যাবে।

সচেতন মহলের দাবি, গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে বিনোদনের পরিবেশ ফিরে আসুক এবং যারা এই সমস্ত অশ্লীল অসামাজিক কার্যকলাপ করছে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হোক।

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমাতারা বলেন, পার্কটি ডিসি ও ইউএনও স্যারকে বিষয়টি অবগত করবো।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, বিষয়টি সরেজমিনে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে